গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ অধিশাখা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) সংক্রান্ত "খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টারের"০৩/১২/২০১৫ তারিখের ১ম সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	মুশফেকা ইকফাৎ সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	ঃ	খাদ্য সচিবের অফিস কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়	ঃ	০৩.১২.২০১৫ খ্রিঃ, সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো ।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন । সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংগ্রহ) কর্তৃক সভার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন । উপসচিব (সংগ্রহ) সভাকে অবহিত করেন যে, গত ১৮.০৮.২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে "**জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল**"(NSSS) সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির" নবম সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় মোট ছয়টি সিদ্ধান্তের নিম্নবর্ণিত অর্থাৎ ২নং সিদ্ধান্তটি অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

"(২) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে প্রস্তাবিত পাঁচটি ক্লাস্টারের লিড মন্ত্রণালয়সমূহ আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি ক্লাষ্টারের সমন্বয় সভার আয়োজন করবে এবং সভার রেকর্ড নোটস মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে ।"

০২ । "সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (NSSS) সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি সাব-কমিটির তত্ত্বাবধানে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের খসড়া প্রণয়ন করেছে । কৌশলটি ০১ জুন, ২০১৫ তারিখের মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে । এটি একটি চলমান দলিল, যা প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে । কৌশলের রুপকল্প হচ্ছে যোগ্যতা সম্পন্ন সকল বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য এমনি একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যকে কার্যকর ভাবে প্রতিরোধ করে বৃহত্তর মানব উন্নয়ন, কর্মের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখবে । জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে জীবন-চক্র-ভিত্তিক (life-cycle-based) সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উন্নততর সেবা প্রদানের প্রচলিত ব্যবস্থার পূনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে ।

০৩ । উপসচিব (সংগ্রহ) সভায় আরও উল্লেখ করে যে, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, কৌশলপত্র অনুযায়ী তাদেরকে পাঁচটি ক্লাস্টারের ভাগ করা হয়েছে এবং ক্লাস্টারের থিমের সংগে ঘনিষ্ট সম্পর্কে রয়েছে এমনি একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ ক্লাষ্টার সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে । বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলির নকশা প্রণয়ন এবং সেগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন । ইতোমধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মসূচীর নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে । জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি অনুসরণের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির একটি উপ-কমিটি গঠন করেছে । ক্লাষ্টারভিত্তিক প্রথম দফার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের পর এ উপ-কমিটি কাজ শুরু করবে । উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ ক্লাস্টারের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ অনুরোধ জানিয়েছে । উল্লেখ্য যে, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা ক্লাস্টারের লিড মন্ত্রণালয় হলো খাদ্য মন্ত্রণালয় । তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক এ সভা আহবান করা হয়েছে ।

০৪ । আলোচনা ঃ

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগনের বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের নামকরণসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	আলোচনা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১	**প্রকল্পের প্রস্তাবিত নামকরণ**	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের নাম "স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি" রাখার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন ।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
২.	উপকারভোগী নির্বাচন ও পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ (গার্মেন্টস কর্মী/স্বল্প আয়ভুক্ত কর্মচারী);	উপকারভোগী হিসেবে গার্মেন্টস কর্মীদের নির্বাচন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তা একমত পোষণ করেন। সারাদেশে গার্মেন্টস কর্মী/স্বল্প আয়ভুক্ত কর্মচারী সংখ্যা কত তা জানানোসহ "স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি" প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার বিষয়েও সকলে একমত পোষণ করেন ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/খাদ্য মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩	চাল/আটা সাবসিডাইড মূল্য নির্ধারণ;	গত ১২.১১.২০১৫ খ্রিঃ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় চালের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি এক্স গোডাউন মূল্য ১৮.৫০ টাকা এবং ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য প্রতি কেজি ২০.০০ টাকা। গমের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি এক্স গোডাউন মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং ভোক্তা পর্যায়ে আটার মূল্য প্রতি কেজি ১৯.০০ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। " উল্লিখিত দরের চেয়ে আরও কত কমমূল্যে উপকার ভোগীদের গার্মেন্টস কর্মী স্বল্প আয়ভুক্ত কর্মচারির জন্য চাল/আটা সরবরাহ করা যেতে পারে সে বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করে ।	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪.	প্রাথমিক পর্যায়ে ২.৩১ লক্ষ (কম/বেশি) গার্মেন্টস কর্মীর জন্য রেশন কার্ড সিস্টেম চালু করণ;	২.৩১ লক্ষ (কম/বেশি) গার্মেন্টস কর্মীর জন্য রেশন কার্ড সিস্টেম চালু করার বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের মতামত চাওয়া যেতে পারে ।	খাদ্য অধিদপ্তর/খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.	চাল/আটা সপ্তাহ/মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের হার নির্ণয়;	উপকারভোগীর নের্তৃবর্গের সাথে আলোচনাক্রমে খাদ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিবে ।	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬.	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/পৌরসভার মেয়র/চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি (ওয়ার্ড কমিশনার)/গার্মেন্টস কর্মী/স্বল্প আয়ভুক্ত কর্মচারী	আলোচনা হয়নি ।	খাদ্য/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় /অর্থ/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ

	এসোসিয়েশনের সাথে মত বিনিময় সভা;		
৭.	তদারকি/মনিটরিং/পরিদর্শন শেষে রির্পোট প্রদান;	আলোচনা হয়নি।	খাদ্য মন্ত্রণালয়

০৫। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম "স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি" রাখার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে সারাদেশে গার্মেন্টস কর্মী/ স্বল্প আয়ভুক্ত কর্মচারী সংখ্যা কত তা জানানোসহ "স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি" সংক্রান্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) বর্তমান ওএমএস দরের চেয়ে আরও কত কমমূল্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য চাল/আটা সরবরাহ করা যেতে পারে তাসহ "স্বল্প আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি" সংক্রান্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মুশফেকা ইকফাৎ)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়।